তারতীল:

কুরআন শরীফকে (তারতীলসহ) খুব স্পষ্ট করে পাঠ করুন। (সুরা: মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪)

আরবী হরফ সমূহকে তাজবীদের সাথে অর্থাৎ প্রতিটি হরফ তার মাখরাজ হতে সঠিকভাবে আদায় করা এবং নিয়ম কানুনসহ ওয়াক্বফের স্থানে ওয়াক্বফ করে পড়াকে তারতীল বলে । হরফ সমূহকে তাজবীদ সহকারে পড়া এবং ওয়াক্বফের অবস্থান সম্পর্কে অবগতি লাভ করে (ওয়াক্বফ করে পড়াকে) তারতীল বলে। (হযরত আলী রাযি., জামালুল ফুরক্বান)

তারতীল ছাড়া কুরআন মজীদ পড়াকে ভুল বা ক্বারীগণের পরিভাষায় লাহান বলে।

লাহান দুই প্রকার: ১. লাহানে জলী। ২. লাহানে খফী।

ইলমে তাজবীদের পরিভাষায় লাহানে জলী বলা হয় সচরাচার ছয় প্রকার ভুলকে।

লাহানে জলী:

১ । এক হরফকে অন্য হরফে পরিনত করে পড়া। যেমন: اَلْحَمْدُ কে اَلْهَمْدُ পড়া।

২ । কোন হরফকে বাড়িয়ে পড়া। যেমন: نَسْتَعِيْنُ কে نَسْتَاعِيْنُ পড়া।

৩ । কোন হরফকে কমিয়ে পড়া। যেমন: فَلْيَعْبُدُوْا কে فَلْيَعْبُدُ পড়া।

৪ । হারাকাত এবং সুকুনাত উলট-পালট করে পড়া। অর্থাৎ যের-যবর-পেশ-জযমের মধ্যে উলট-পালট করা।
যেমন: اَنْعَمْتَ কে اَنْعَمْتُ পড়া, اَحَدٌ কে اَحَدٍ পড়া, لَهَبٍ কে لَهَبٌ পড়া, اَفْوَاجًا কে اَفْوَاجًا পড়া ইত্যাদি।

৫ । মুছাক্কালকে মুখাফ্ফাফ করে পড়া। অর্থাৎ যেখানে তাশদীদ আছে সেখানে তাশদীদ ছাড়া পড়া। যেমন: اِيَّاكَ نَعْبُدُ কে اِيَاكَ نَعْبُدُ পড়া।
মুখাফ্ফাফকে মুছাক্কাল করে পড়া। অর্থাৎ যেখানে তাশদীদ নেই সেখানে তাশদীদ দিয়ে পড়া। যেমন: كُفُوًا কে كُفُوًّا পড়া।

৬ । মদ্দে লাজেম এবং মদ্দে মুত্তাসিলকে কছর তথা শুধু এক আলিফ টেনে পড়া।
লাহানে জলী সহ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা বা শুনা হারাম।

লাহানে খফী:

হরফ সমূহের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী ক্বাওয়ায়িদ তথা নিয়ম-নীতির খেলাফ পড়াকে লাহানে খফী বলে। যথা: اللهِ শব্দ এবং ر হরফকে পুরের স্থানে বারিক আর বারিকের স্থানে পুর পড়া। ইখফার জায়গায় ইজহার, ইজহারের জায়গায় ইখফা করে পড়া। হরকতের উচ্চারণ মাজহুল করে পড়া ইত্যাদি। লাহানে খফী সহ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা বা শুনা মাকরুহ। (জামালুল ফুরক্বান)। তবে এর থেকেও বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

মকতব/হিফজ/হিফজ খতমী বিভাগের ইমতিহানের সময়সূচী:

১. বাদ ফজর হতে বেলা ১২টা পর্যন্ত। ২. বাদ যোহর হতে আছর পর্যন্ত। ৩. বাদ মাগরিব হতে রাত ৯টা পর্যন্ত।

এছাড়া অন্য সময়ে যদি ইমতিহান নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে নিতে পারবে। মুমতাহিনগণ এর ব্যতিক্রম করলে সাথে-সাথে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দফতরকে জানাবেন। ইমতিহান চলাকালীন কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে সাথে-সাথে নাযিমে ইমতিহানকে অবহিত করতে হবে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমতিহানগাহের নিয়মাবলী:

* পৃথক-পৃথক রুমে ইমতিহান নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। * ইমতিহান চলাকালিন সময়ে মাদরাসার মুহতামিম, উস্তাদগণ, কমিটিবর্গের কোন সদস্য অথবা অন্য কোন ব্যক্তিই উপস্থিত থাকতে পারবেনা। * ইমতিহান রুমে খানার ব্যবস্থা করা যাবেনা; খানার ব্যবস্থা ভিন্ন রুমে করতে হবে। * ছাত্র, উস্তাদ অথবা কর্তৃপক্ষ কাউকে নম্বর দেখানো যাবেনা কিংবা নম্বর সম্পর্কে কোন ধারনা দেওয়া যাবেনা। * মুমতাহিনগণ ইমতিহান চলাকালিন সময়ে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখবেন। জরুরী প্রয়োজনে ইমতিহান বন্ধ রেখে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে।

ইমতিহানের নিয়মাবলী (মুমতাহিন সম্পর্কিত)

একজন-একজন করে ইমতিহান নিতে হবে। নম্বরের ব্যাপারে সুপারিশ বা অন্য কোন কারণে কম বেশি করা চলবে না। * মাদরাসার উস্তাদ ও কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে নম্র ও ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার করবেন। * ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও শফকতজনক ব্যবহার করবেন, যাতে তারা ভয় না পায়। * সময়ের যথাযথ হেফাজত করবেন। সময় সংকুলান না হলে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে উল্লিখিত সময়ের বাহিরে ইমতিহান নিতে পারবেন। প্রত্যেক ছাত্রকে আপন ছাত্র মনে করে নম্বর দিবেন। * আমানতের সাথে নম্বর দিবেন। নিজ এলাকা বা পরিচিত হিসেবে নম্বর দিলে তা খেয়ানত বলে গণ্য হবে এবং এ ব্যাপারে দরবারে এলাহীতে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। যদি সকল ছাত্র ১০০ নম্বরের উপযুক্ত হয়, তাহলে সকলকেই ১০০ নম্বর দিবেন। এমন কোন আচরণ বা এমন কোন কথা বলবেন না, যার কারণে আপনার বিরুদ্ধে কেন্দ্রে অভিযোগ আসে। মনে রাখবেন, আপনার উত্তম আখলাকই আপনাকে বড় বানাবে। * সকল ছাত্রকে খোশহালে ও খোশ-মেজাজে সওয়াল করবেন। এমন হাবভাব করবেন না, যাতে ছাত্রদের মনে ভয় বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে সম্ভব হলে ইমতিহানের পূর্বে সকল ছাত্রদেরকে এক সাথে বসিয়ে প্রত্যেকের নাম ও কত পারা পড়েছে তা একে-একে ছাত্রদের মুখে শুনবেন। * মুমতাহিন সময়ের পূর্বে পৌঁছে গেলেও নির্ধারিত সময়ের আগে ইমতিহান শুরু করবেন না। সময় বাঁচানোর জন্য ইমতিহানে তাড়াহুড়া করা যাবেনা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই গতিতে ইমতিহান নিতে হবে। * অধিক ছাত্রদের ইমতিহান নিতে হলে মাঝে-মাঝে বিরতি দিয়ে মুমতাহিন ক্লান্তি দূর করবেন। কারণ সঠিক নম্বর দিতে হলে মনোযোগ সহ শুনতে হবে। * ইমতিহানের পূর্বে মুমতাহিন যদি কোন মাদরাসায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন অথবা রাত্রি যাপন করেন, তাহলে সে সময় কোন ছাত্রের পড়া শুনবেন না।

বি: দ্র: ইমতিহান চলাকালিন সময়ে কোন মুমতাহিন সম্বন্ধে নিয়ম বহির্ভুত কোন কিছুর অভিযোগ থাকলে সাথে-সাথে নাযিমে ইমতিহানকে জানাতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে মুমতাহিন সম্পর্কিত কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।